بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো নাসেরাতুল আহমদীয়া জার্মানির সদস্যাবৃন্দ

"সৎসাহসের সাথে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করো"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নাসেরাতুল আহমদীয়া জার্মানির ১০ থেকে ১২ বছর বয়সের সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাত সদস্যাবৃন্দ ফ্রাঙ্কফুর্টের বায়তুস সুবূহ্ মসজিদে সমবেত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে সভার সূচনা হয় এবং নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করে দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে বলেন যে, তার স্কুলের কয়েকজন বন্ধু বিশ্বাস করতেই চায় না, যখন তিনি বলেন স্বেচ্ছায় স্কার্ফ পরিধান করেছেন।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তারা যদি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে এটি পরিধান করতে দেখে তাহলে তারা পরিশেষে বুঝতে পারবে তোমার ওপর এটি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছেনা। আর, তুমি যদি বিমর্ষ থাকো তাহলে তারা মনে করবে তুমি মিথ্যা বলছো ... [তুমি বলতে পারো] 'আমি এটিকে ভালো মনে করি, তাই আমি এটি করছি।' যা-ই হোক না কেন তুমি যদি বলো তুমি একটি খাবার পছন্দ করো, কিন্তু তোমার বন্ধুরা বলে তুমি মিথ্যা বলছো তাহলে কি তুমি সেই খাবারটি খাওয়া ছেড়ে দিবে? সুতরাং, একজন মানুষ যা পছন্দ করে তা করে থাকে এবং তারা যা করছে তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে তাদের কাজটি করার ক্ষেত্রে আরও দৃঢ় চিত্তের হতে হবে। তোমার তাকে জানানো উচিত হবে যে, তুমি স্কার্ফ পরিধান করছো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এবং তুমি এটি স্বেচ্ছায় করছো।"

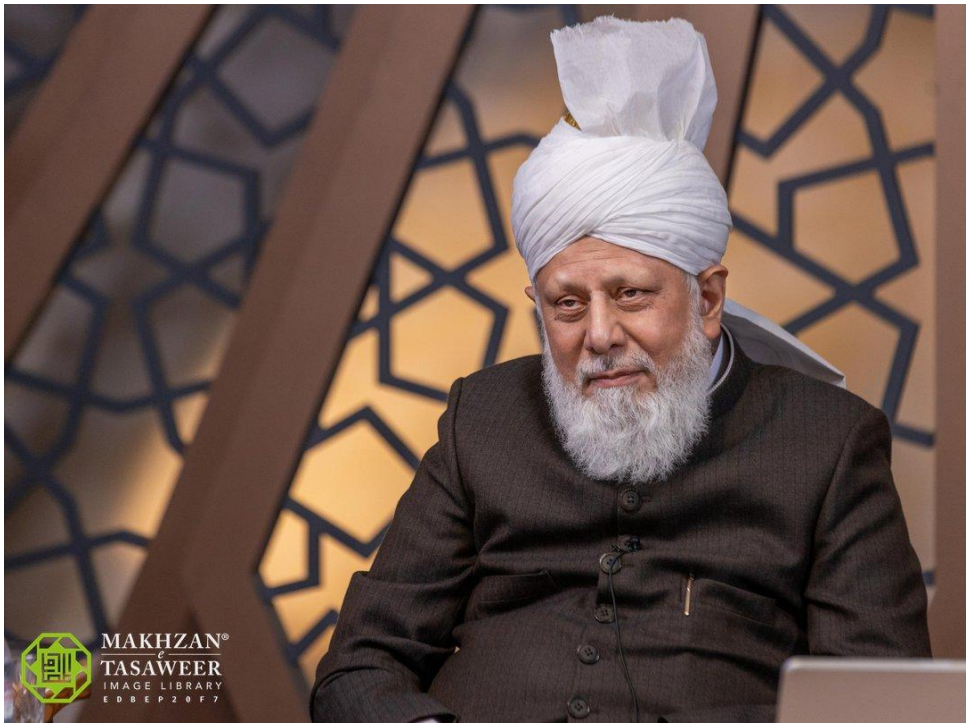

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এ নিয়ে তর্ক করার দরকার কী? যারা তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সঙ্গে তুমি ঝগড়া করতে পারো না। অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমাদের কাজ নয়। তুমি তাদেরকে জানানোর পর, তারা বিশ্বাস করলো কি করলো না সেটি তোমার দেখার বিষয় নয়। অন্য মেয়েরা তোমাকে জ্বালাতন করতে পারে বলে তোমার মনে কোনো হীনমন্যতা পোষণ করা ঠিক হবে না। তারা যদি চায় তাহলে তোমাকে জ্বালাতন করতে পারে। আমাদের সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যদি ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ করি তাহলে তখন অন্যরা কী মনে করল সেটিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না।"

অপর এক বালিকা হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে তিনি মহান আল্লাহ্ তা'লার এবং যুগ খলীফার ভালোবাসা অর্জন করতে পারবেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহান আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করতে হলে তিনি বলেছেন যে, তাঁর ইবাদত করতে এবং তাঁর নিকটবর্তী হতে। তিনি বলেছেন দৈনিক নামায আদায় করতে এবং আকুলতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে। তখন মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্য দান করবেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তখন দোয়া কবুল করবেন এবং যখন দোয়া করার সময় তোমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যখন তুমি মহান আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করবে তখন তিনি স্বয়ং তোমার হৃদয়ে প্রোথিত করে দিবেন যে, তুমি যার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছো তাঁর নৈকট্যও তোমার অর্জন করা উচিত এবং তোমার অবশ্যই তিনি যা বলেন তা শুনা এবং সে অনুসারে কাজ করা উচিত। যুগ খলীফা তোমাদের ভালো কাজ করার কথাই কেবল বলেন, তুমি যখন সেটি করো তখন তুমি তাঁর নৈকট্য অর্জন করবে। একই ভালো কাজ করার মাধ্যমে তুমি মহান আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিও অর্জন করবে। যখন তুমি ভালো কাজ করবে এবং মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়াও করবে তখন তিনি তোমাকে ভালো কাজ করতে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে সহায় হবেন। তখন তিনি তোমার হৃদয়ে প্রশান্তিও দান করবেন।"

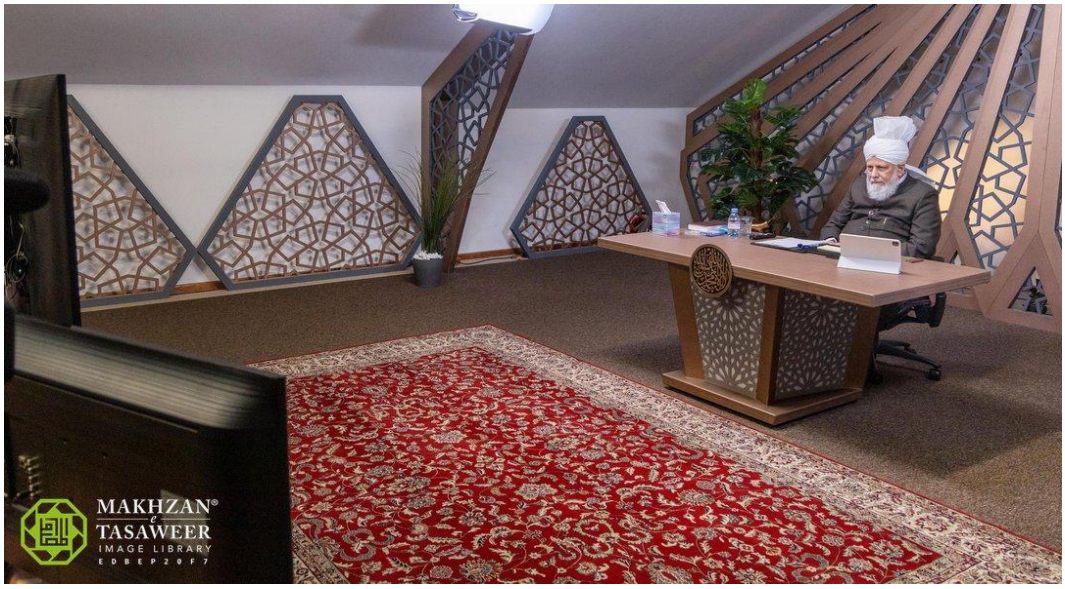

একজন প্রশ্নকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন তার স্কুলে শিক্ষকগণ ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত বা ভুলভাবে উপস্থাপন করলে তার কী করা উচিত।

হুযূর আকদাস বলেন তার উচিত তার শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপনের জন্য সুযোগ পাওয়া, আর তারপর তার ব্যাখ্যা করা উচিত কীভাবে ইসলাম সমাজের সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে।

আরো ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"স্কুলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার জন্য শিক্ষকদের কাছে তোমাদের সুযোগ চাওয়া উচিত আর কোন আলোচনা ইসলামের বিপক্ষে একতরফা হওয়া উচিত নয়। তোমাদের আঙ্গিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করার সুযোগ তোমাদের দাবি করা উচিত। শিশুদের এই সৎ সাহস উচিৎ যে তারা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ এর জন্য শিক্ষকদের সাথে কথা বলবে ... সৎ সাহসের সাথে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করো। যখন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয়, একজন বিশ্বাসী হিসেবে তোমাদের কারো দণ্ডায়মান হওয়া উচিত এবং তাদেরকে বলা উচিত যে, তুমি ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ তাদের সামনে স্পষ্ট করতে চাও এবং তোমার আঙ্গিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করার সুযোগ তোমাকে তাদের দেওয়া উচিত।"

হুযূর আকদাস বলেন যে, যখন ইসলাম সম্পর্কে স্কুলে ভুল ধারণা দেওয়া হয়, আহমদী মুসলমান শিশুদের শোর তোলা উচিত এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত, আর এভাবে স্কুলগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মাঝে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।